بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

'যখন আল্লাহতাআলার কৃতজ্ঞতা প্রদানের অভ্যাস হয়ে যায় তখন অধিক মাত্রায় তাঁর কৃপা বর্ষিত হয় এবং আল্লাহতাআলা বলেন যে, ঐ সমস্ত কৃপারাজিকে দেখে প্রকৃত মোমিন ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় ও ত্যাগ স্বীকার করেও। আজকের এই যুগে এ বিষয়টির প্রকৃত পূর্ণতাদানকারী আমরা আহমদীরাই যাদের সামনে আঁ হযরত (সাঃ) এর যুগের নমুনাও আছে এবং তাঁর (সাঃ)এর নিবেদিত প্রাণ দাসেরও আদর্শ ও নিদর্শন আছে।

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্তে প্রদত্ত ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০১৫-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন,- একজন জগৎ প্রলুব্ধ ব্যক্তিসত্তাকে যখন বলা হয় যে, যদি কারুর মধ্যে সত্যিকার তাক্বওয়া (কর্তব্যনিষ্ঠা) জন্মায় তো ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিশ্বের সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যতা তার লাভ হয় তাহলে অবশ্যই সে বলবে যে, এগুলি ভ্রান্ত কথা এবং ধর্মের নামে নিজের আশেপাশে লোকজন একত্র করার জন্য মানুষ এ সমস্ত কথা বলে থাকে। হ্যাঁ! এটাও সত্য কথা যে আজকাল কিছু মানুষ ধর্মের নামে এরূপ কথা বলে থাকে এবং তাদের ব্যক্তিস্বার্থ লাভও হয়ে থাকে কিন্তু না তাদের মধ্যে কর্তব্যনিষ্ঠা এবং খোদাভীতি বিদ্যমান আর না তাদের অনুসরণকারীদের মধ্যে কর্তব্যনিষ্ঠা ও খোদাভীতি দেখতে পাওয়া যায় পক্ষান্তরে তাদের তুলনায় আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি যে অবতারগণ ও তাঁদের জামাতগুলিতে তাক্বওয়া বা কর্তব্যনিষ্ঠার গুণ বিদ্যমান, তারা এই পৃথিবীতে থাকাকালীণ পার্থিব আয় উপার্জনের কর্মে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তাক্বওয়া বা কর্তব্যনিষ্ঠার অনুসন্ধানে থাকে ও তাক্বওয়ার উপর ভিত্তি করে চলে। আমার নিকট প্রচুর পত্রাদি আসে যাতে এ কথার উল্লেখ থাকে যে আল্লাহতাআলা আমাদের ও আমাদের সন্তানদের মাঝে তাক্বওয়া বা কর্তব্যনিষ্ঠা দান করুন। এই অনুভূতি ও পরিবর্তন অবশ্যই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে মান্য করার ফলে ও তাঁর বয়াতের অঙ্গীকারের অনুভবের কারণে লাভ হয়েছে। এই আকাঙ্খা এবং আল্লাহাতাআলার সহিত সম্পর্কস্থাপনের প্রবণতা এবং আল্লাহর বিশিষ্টতা ও ভীতিই তাকে পার্থিবতা হতে বিমুখ তো করেছে কিন্তু পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য হতে সে বিচ্ছিন্ন থাকে না। আল্লাহতাআলা নবীগণকেও পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন এবং তাঁদের প্রকৃত অনুসরণকারী ও তাঁদের শিক্ষা মান্যকারীদেরও এই সকল পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যতা দান করে থাকেন। কখনও কখনও কিছু সাময়িক অভাব অনটনও হয় কিন্তু আবার আল্লাহতাআলার কৃপাবারি হয় ও অবস্থা উন্নত হয়ে যায়। এরূপে মুত্তাকি বা কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যে স্বল্পতুষ্টতার গুণ থাকে এবং স্বল্পতুষ্টতার কারণে সে সামান্য অভাবকে সহ্যও করে নেয় এবং পুনরায় যখন আল্লাহতাআলার কৃপাবারি হয় তখন যে পার্থিব উপকরণ সামগ্রী সে লাভ করে তার স্বীকারোক্তিও করে। এছাড়া যা কিছু আল্লাহতাআলা তাকে দান করেন তা অল্প হলেও মোত্তাকির মধ্যে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের অভ্যাস সৃষ্টি হয় এবং যখন খোদাতাআলার কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের অভ্যাস সৃষ্টি হয় তখন অধিক কৃপাবারি আল্লাহতাআলা প্রদান করে থাকেন এবং ঐ সমস্ত কৃপারাজিকে দেখে সত্যিকারের মোমিন ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় ও কার্যত: করেও। আজকের এই যুগে এ বিষয়টির প্রকৃত পূর্ণতাদানকারী আমরা আহমদীরাই, যাদের সামনে আঁ হযরত (সাঃ)এর যুগের নমুনাও আছে এবং তাঁর (সাঃ)এর নিবেদিত প্রাণ দাসেরও আদর্শ ও নিদর্শন আছে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এ কথার উল্লেখ করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন যে, দেখো, রসূল করীম (সাঃ)এর নিকট হতে লোকেরা সমস্ত কিছু ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং একইভাবে সাহাবা (রাঃ)গণেরও নিকট হতে সবকিছু ছিনিয়ে নিয়েছিল কিন্তু আল্লাহতাআলার বিনিময়ে তাঁরা কোন কিছুর তোয়াক্কা করেননি। অবশেষে খোদাতাআলা তাঁদের সকল দানে ভূষিত করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)ও খোদাতাআলার খাতিরে সবকছু বলিদান করেন এবং তা সত্ত্বেও যে, তাঁর বংশের অর্ধেক সম্পত্তির তিনি অংশীদার ছিলেন। তাঁর (আঃ)এর ভাবী যিনি পরবর্তীতে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন তিনি ভাবতেন যে তিনি (আঃ) অকর্মণ্য এবং প্রচন্ড অনটন হওয়া সত্ত্বেও খোদাতাআলা তাঁকে সবকিছু দান করেন। সেই অভাবের সময়কালীন চিত্রকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) একটি পংক্তিতে তুলে ধরেন যে, অর্থ: এক সময় ছিল যখন আমি অন্যের পরিত্যক্ত টুকরাতে জীবনযাপন করতাম পরন্তু এখন খোদাতাআলা আমাকে এই আশীর্বাদে ভূষিত করেছেন যে, সহস্র সহস্র মানুষ আমার ভোজনাসন হতে খাদ্যগ্রহণ করছে।

আজ আমরা আহমদীদের ঈমান বা বিশ্বাস অবশ্যই এ কথায় বর্ধিত হয় যখন আমরা তাঁর (আঃ)এর প্রারম্ভিক দিনগুলোকে এবং পরবর্তী দিনগুলোকে লক্ষ্য করি। সেই প্রাক্কালীন অবস্থার চিত্র টানতে গিয়ে এক স্থানে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)

এভাবে বর্ণনা করেন যে,- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যখন জন্মগ্রহণ করেন তাঁর পিতা মাতা তাঁর জন্মলাভে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন কিন্তু যখন তাঁর বয়স বৃদ্ধি হোল এবং তাঁর মধ্যে পার্থিবতার প্রতি অনৌৎসুকতা সৃষ্টি হোল তখন তাঁর পিতা তাঁর এই অবস্থা দেখে আক্ষেপ করতেন যে আমাদের পুত্র কোন কর্মের নয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) একটি ঘটনা বললেন যে, একজন শিখ ব্যক্তি তাঁকে জানালেন যে, আমি মির্যা গোলাম আহমদের কাছে যাই ও তাঁকে বলি যে, আপনার পিতা এ চিন্তায় বড়ই দুঃখভারাক্রান্ত হন যে তাঁর ছোট পুত্র তার বড় ভাইদের অন্নে পালিত হবে আর কোন কাজও করে না। তাকে বল সে যেন আমার জীবদ্দশায় কোন চাকুরী করে নেয়। তিনি বলেন যে, তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে বললেন যে, আপনি আপনার পিতার কথা কেন মেনে নিচ্ছেন না? হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) উত্তর দিলেন যে,- আমার পিতা তো বৃথাই দুঃখীত হয়ে চলেছেন, আমার ভবিষ্যতের চিন্তা তিনি কেনই বা করছেন, আমি তো যাঁর চাকুরী করার কথা তা করে নিয়েছি। তিনি বলেন যে, আমি ফিরে গেলাম এবং মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেবকে সমস্ত কথপোকথন জানালাম। মির্যা সাহেব বললেন যে, যদি সে এ কথা বলে থাকে তো ঠিক আছে, কেন না সে মিথ্যা বলে না। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বললেন যে,- এটি হযরত মসীহ মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সূচনার যুগ ছিল এবং এখন যদিও সমাপ্তি হয়নি তবুও যে সাময়িক সমাপ্তি দেখা যাচ্ছে তা হোল তাঁর মৃত্যুতে সহস্রাধিক মানুষ তাঁর জন্য প্রাণ বলিদানে প্রস্তুত ছিল এছাড়া তারা যারা তাঁর সেবা করতেন তাদেরকে ছাড়া প্রতিদিন দুই থেকে আড়াই শত মানুষ তাঁর লঙ্গরখানা বা ভোজনালয় হতে খাদ্য গ্রহণ করতো। তাঁর (আঃ)এর নিকট যখন কোন অতিথি সাক্ষাতের জন্য আসতো প্রারম্ভিক যুগে তিনি তাঁর ভাবীকে খাবারের জন্য বলে পাঠাতেন তো ভাবী প্রত্যুত্তরে বলতেন যে সে নিজেই এখানে কোন কাজকর্ম ছাড়াই অবাধে খাচ্ছে। তখন তিনি তাঁর নিজস্ব খাদ্রসামগ্রী সেই অতিথিকে খাইয়ে দিতেন আর নিজে অনাহারে থেকে যেতেন বা সামান্য ছোলা চিবিয়ে অতিবাহিত করতেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- খোদার কি কুদরত যে ভাবী (ভ্রাতা-স্ত্রী) তাঁকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতো পরবর্তীতে আমার হস্তে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। অতএব আল্লাহতাআলার পক্ষ হতে যখন কোন কাজের সূচনা হয় তো তার প্রারম্ভিকতা খুব বৃহৎ আকারে দৃষ্টিগোচর হয় না পরন্তু তার সমাপ্তিকালে মানুষ বিস্মিত বা হতবাক হয়ে যায়। আজও আমরা দেখি যে, শুধুমাত্র কাদিয়ান নয় কাদিয়ানের বহির্জগতের বহু দেশে তাঁর লঙ্গর বা অথিথিশালা চলছে। সে সময়ে তো মাত্র দুই তিনটি তন্দুরে (উনুন) হয়তো রুটি তৈরী হতো এবং লঙ্গরখানা বা অথিথিশালা চলতো কিন্তু আজ আমরা দেখছি যে তাঁর লঙ্গখানায় রোটি প্লান্ট বা রুটি তৈরীর বৃহৎ মেশিন লাগানো আছে, কাদিয়ানে, রাবওয়ায় এমনকি এখানেও(লন্ডনে) যাতে লক্ষাধিক রুটি এক সময়ে রান্না হয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং কেমন সেই যুগ ছিল যে একজন অতিথি আসতেন আর তিনি নিজ খাদ্য তার সামনে উপস্থাপন করে দিতেন আর নিজে অনাহারে থেকে যেতেন। তিনি (রাঃ) বললেন,- আজকের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সহস্রাধিক মানুষ তাঁর (আঃ)এর ভোজনাসন হতে খাদ্য গ্রহণ করছেন অথচ এটি অন্তিম সময় নয়। এখন তো এই লঙ্গরখানা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করবে। ইনশাআল্লাহ। লক্ষ লক্ষ বরং কোটি কোটি লোক তাঁর (আঃ)এর ভোজনাসন হতে খাদ্য গ্রহণ করবে। এভাবে লক্ষাধিক বরং কোটি কোটি মানুষ তাঁকে মানার পর তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করবে। আজ আমাদের পার্থিব বস্তু আয়-উপার্জনকারী আহমদীদের মধ্যে যে ত্যাগ করার মাণ দেখতে পাওয়া যায় সেটাও কোন অন্তিম পরিস্থিতি নয়, এক্ষেত্রেও ইনশাআল্লাহতাআলা সমৃদ্ধিলাভ হতে থাকবে। সুতরাং একটি লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপনাকেই যদি কোন বিবেচক বিশ্লেষণ করে এবং মসীহ মাওউদ (আঃ)এর প্রারম্ভিক যুগের অবস্থাকে সম্মুখে রাখে তো এটিই তাঁর সত্যতার দলিল হিসাবে চিহ্নিত হবে এবং বিরাট চিহ্ন এটি, এছাড়া আমাদের বিশ্বাসকে তো অবশ্যই বর্ধিত করে, আবার আমরা যদি লক্ষ্য করি যে এই সমস্ত বিরাট ব্যবস্থাপনাকে পরিচালনা করার জন্য যে আর্থিক ত্যাগের উৎসাহ ও প্রেরণা জামাতের সদস্যদের মাঝে জাগরিত হয়েছে তা এই তাক্বওয়ার দরুণ সম্ভব হয়েছে যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সঙ্গে সম্পৃক্ততার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহতাআলা আমাদের প্রত্যেককে প্রকৃত তাক্বওয়া সৃষ্টি করতে অধিক মনোযোগ প্রদানে সচেষ্ট হতে সাহায্য করুন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) হযরত মসীহ মাওউদ)আঃ)এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক ও কতক সময়কালীণ ঘটনার উপর আলোকপাত করে ফলাফল বার করতেন তা থেকে বড়ই সূক্ষ্ম তত্ত্ব বের করেন আর তাও আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়তা দান ও বর্ধিত করার মাধ্যম হয়ে যায় ফলে তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর খাদ্য গ্রহণের পদ্ধতি ও রীতির উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর খাবার রীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল আমি কাউকে এ পদ্ধতিতে খেতে দেখি নি। তিনি (আঃ) রুটির একটি ছোট্ট টুকরা বার করে নিতেন অর্থাৎ পাতলা রুটি যেটা, সেটাকে গ্রাসের অংশ বানানোর পূর্বে তিনি আঙ্গুলের সাহায্যে ছিন্ন করতে থাকতেন আর কণ্ঠ হতে সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ বলতে থাকতেন তারপর তা হতে একটি ছোট্ট টুকরো নিতেন ও তরকারীতে স্পর্শ করে মুখে প্রবেশ করাতেন। তিনি এই পদ্ধতিতে এত অভ্যস্ত ছিলেন যে, দর্শকগণ আশ্চর্যান্বিত হতো কিছু লোক ভাবতো যে তিনি হয়তো এই রুটিগুলি হতে হালাল টুকরো সন্ধান করছেন পরন্তু এর পশ্চাতে এ অনুভব কাজ করছিল যে আমরা খাবার

খাচ্ছি আর খোদার মনোনীত ধর্ম বেদনায় জর্জরিত হয়ে আছে। প্রত্যেকটি গ্রাস বা টুকরা তাঁর গলায় আটকাতো আর তিনি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলে যথাসাধ্য খোদার সম্মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন যে তুমি এ খাদ্যবস্তুটিকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত করেছ অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণ মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু না হলে ধর্মের এই কঠিন বেদনার সময়ে আমাদের জন্য বিলক্ষণ অনুচিৎ ছিল। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- সেই অন্ন যা তাঁর নিজস্ব ছিল তা তাঁকে এক সংগ্রামের অনুভূতি দিত। এটি একটি যুদ্ধতুল্য হোত এই চমৎকার আবেগ ও অনুভূতির মাঝে যা ইসলাম ও ধর্মের সমর্থনে জাগ্রত হোত এবং এই দাবীগুলির মধ্যে যেটি খোদাতাআলার পক্ষ হতে বিধিবদ্ধ আইনকে কার্যকরী করতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তাঁর খাদ্য খাওয়াও একটি বাধ্যতামূলক ছিল। প্রকৃত চিন্তা তাঁর ধর্মের সমর্থনে ও ইসলামের উন্নতিতে ছিল। সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর এই বৈশিষ্ট আমাদের এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে যে আমরা আল্লাহতাআলার দেয় অনুগ্রহরাজিকে যখন ব্যবহার করবো তখন তাঁর কৃতজ্ঞতাপ্রদান করবো এক তো যখন তসবীহ বা জপ করবো সাথে ধর্মের দূরাবস্থার প্রতিও আবেগপ্রবণ ও অনুভবী হব। এজন্য আমরা চেষ্টারত হব যে কিভাবে আমরা ধর্মের প্রসার ও ধর্মের প্রচারে ভূমিকা রাখব। আবার এই খাদ্য গ্রহণের রীতি হতে যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর ছিল জপের বিষয়কে অধিক মাত্রায় যা কুরআন করীমে ব্যক্ত করা হয়েছে 'ইউসাব্বেহিলিল্লাহে মাফিসসামাওয়াতে ওয়ামা ফিল আরজ' অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশের প্রতিটি বস্তু খোদাতাআলার জপে রত আছে, হযরত মুসলেহ মাওউদ এই অর্থ বাহির করেছেন আর তিনি বলেন যে, যখন খোদাতাআলা বলেন 'ইউ সাব্বে হিলিল্লাহে মাফি সামাওয়াতে ওয়ামা ফিল আরজ' পৃথিবী ও আকাশের প্রতিটি বস্তু খোদাতাআলার জপে রত আছে তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এই তসবীহ বা জপকে শুনো। সুতরাং জানা গেল যে এই জপ এমন যাকে আমরা শুনতে পারি। শ্রবণও দুই প্রকারের হয়, একটি নিম্নমানের অপরটি উচ্চমানের। পরন্তু উচ্চ মানের শ্রবণশক্তি তারাই লাভ করে থাকে যাদের অনুরূপ কর্ণ ও চক্ষু থাকে তাই মোমিনদের অর্থাৎ বিশ্বাসীদের বলা হয় যখন তারা খাদ্য গ্রহণ করে তখন প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ হিররাহমা নিররাহীম এবং ভোজন শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলে। পোষাক পরিধান অথবা অন্য কোন দৃশ্য দেখাকালীন সেই অনুযায়ী জপ করবে। বলা যায় বিশ্বাসীর জপ করার অর্থ কি এই সমস্ত বস্তুর পক্ষ হতে সাক্ষ্য দান করে তার জপ বা সাধনা করে। তাই সে পোষাকের জন্য জপ হোক বা খাদ্য সামগ্রীর জন্য হোক বা অন্যান্য জিনিসের জন্য জপ সাধনা হোক।

যখন মানুষ খাদ্য গ্রহণের প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ পড়ে, ভোজন শেষে আলহামদুলিল্লাহ পড়ে, পোষাক পরিধানকালে দোয়া বা জপ করে বা খোদাকে স্মরণ করে তো এ সমস্ত কর্ম যা কিনা মানুষ নিজেই করে থাকে প্রকৃতপক্ষে এটাই জপসাধনা যা এই বস্তুগুলির পক্ষ হতে সে কৃতজ্ঞতা প্রদান করে থাকে, এগুলিকে দেখে মানুষ যখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে তখন এই জপ সেই বস্তুগুলির পক্ষ হতেও হয়ে থাকে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন,- কত লোক আছেন যারা এ ব্যাপারে যত্নবান? তারা দিবারাত্র ভোজন করে, পরিধান করে, পর্বত অতিক্রম করে, নদ-নদী দর্শন করে, সবুজ বৃক্ষ পর্যবেক্ষণ করে, তরঙ্গায়িত তরুলতা এবং শস্যভূমিকে অবলোকন করে, পক্ষীদের কলোতান করতে শোনে কিন্তু তাদের অন্তরে কি প্রভাব ফেলে? তাদের হৃদয়ে কি এসব কিছুর বিনিময়ে জপসাধনার অনুভূতি জন্মায়? অতএব প্রতিটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যা মানুষ কোন বস্তুর জন্য প্রকাশ করে থাকে বা আল্লাহতাআলার মহিমাকে প্রত্যক্ষ করে তখন সুবহানাল্লাহ পড়ে এবং মানুষের জপসাধনা যা এ সমস্ত বস্তুকে দেখে সে করে থাকে প্রকৃতপক্ষে তার বহি:প্রকাশ তার মুখশ্রী হতে নি:শৃত হয়। এই তত্ত্বকে বোঝার প্রয়োজন আছে। অতএব এই জপপ্রণালীকেও আমাদেরকে অনুসরণ করা উচিৎ বরং কর্তব্যনিষ্ঠা বা তাক্বওয়া তো এটাই যে এই ধরনের জপসাধনা আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে যায়।

এ যুগে আল্লাহতাআলা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে ইসলামের উপর আঘাত আনয়নকারীর মুখ বন্ধ করতে এবং ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্যকে প্রকাশ করতে প্রেরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গেও একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- একবার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় এক খ্রীষ্টান ব্যক্তি আসে ও বলে যে, আপনি তো বলে থাকেন যে কোরআন করীমের ভাষা বিশুদ্ধ ও সব ভাষার জননী কিন্তু ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি লেখকগণ লিখে গেছেন যে, যে ভাষা বিশুদ্ধ এবং সব ভাষার উৎস হয়ে থাকে তা সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বললেন যে, আমরা তো ম্যাক্সমুলারের এই যুক্তিকে মানি না যে উৎস সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, চলো এই বিতর্ককে সংক্ষিপ্ত করতে এই যুক্তিকে অল্পক্ষণের জন্য মেনে নিচ্ছি এবং আরবী ভাষাকে নিরিক্ষণ করে দেখি যে এটি এই পর্যায়ে উপনীত হওয়ার যোগ্য কি না। সেই ব্যক্তি এও বলেছিল যে ইংরাজী ভাষা আরবী ভাষা অপেক্ষা উন্নতমানের। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ইংরাজী ভাষা জানতেন না, কিন্তু আল্লাহতাআলা তাঁর মুখশ্রী হতে এমন বাক্য নি:সৃত করলেন যে, বিতর্ককারী স্বয়ং পরাস্ত হয়ে গেল। তিনি (আঃ) বলেন,- আচ্ছা আপনি বলুন, ইংরাজীতে 'আমার জল' কে কি বলা হয়?, সে বলল,'my water'. তিনি (আঃ) বললেন, আরবী ভাষায় তো শুধুমাত্র 'মাই' বললেই একই অর্থ স্বাব্যস্ত হয়। এবার আপনি বলেন যে 'my water' বেশী সংক্ষিপ্ত না 'মাই'? সে ব্যক্তি অত্যন্ত লজ্জিত ও নির্বাক হয়ে গেল আর বলে উঠল যে, তবে তো আরবী ভাষাই সংক্ষিপ্ততম ভাষা হল। এই পরিস্থিতি কোরআন করীমের, আল্লাহতাআলা রসূল করীম (সাঃ)এর

সাথে অঙ্গীকার করেন যে তিনি তাঁকে শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করবেন। যখন শত্রু তলোয়ার দ্বারা তাঁকে আক্রমণ করে তখন আল্লাহ তাদের তলোয়ারকে রসাতলে নিয়ে যায়। শত্রুর তলোয়ার চূর্ণ বিচূর্ণ যায় এবং যখন তারা ইতিহাস দ্বারা আক্রমণের চেষ্টা করলো আল্লাহতাআলা এমন মুসলমান প্রস্তুত করে দিলেন বা দাঁড় করালেন যারা ইতিহাস হতে গবেষণা ও অনুসন্ধান করে শত্রুর আপত্তিগুলিকে খন্ডন করে দিল এবং স্বয়ং বিরোধীদের জ্ঞানী ব্যক্তিদের লিখিত পুস্তকাদি খুলে দেখিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, তারা ইসলাম সম্পর্কে যে আপত্তিগুলি করছে তা তাদের নিজ ধর্মের মধ্যেও বর্তায় এবং যে অংশগুলি কোরআন করীম ও হাদীস এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন।

সুতরাং আজও যারা ইসলামের উপর আপত্তি করে থাকে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর ধর্মীয় সাহিত্য বা রচনাবলী হতে তাদের মুখ বন্ধ করা যায় এজন্য এই দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। আল্লাহতাআলা স্বীয় ধর্মের সমর্থনে স্বয়ং নিদের্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন এবং যুক্তি ও দলিলসমূহও শিখিয়ে দেন। কিছু লোক যারা জ্ঞানগত রুচি রাখেন তাদের বক্ষ উন্মোচিত করেন কিন্তু কিছু এমন লোকও আছে যারা স্বল্প জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আলেম বা বিজ্ঞ হবার বাসনায় অপ্রয়োজনীয় কথা বলে থাকে যার ফলে কতক সময় সমস্যার সৃষ্টি হয় বরং বিরোধীরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করার সুযোগ পেয়ে যায়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- এ ধরনের লোকেরা উভয় ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি করে থাকে, কোন নিয়ম ও পদ্ধতি নেই অথচ প্রকৃত নীতি হল মধ্যপন্থা অবলম্বন করা করা। মানুষকে পরিবর্তনকে মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিৎ কিন্তু পরিবর্তন সাধন করা একমাত্র খোদাতাআলার হাতে আছে তিনি যখন চান পরিবর্তন সাধন করেন তখন পৃথিবী তাকে পরিবর্তন হতে বাধা দিতে পারে না।

আবার কিছু লোকের মন্দ চিন্তা রাখে তাদের সম্পর্কেও হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন। তিনি বলেন যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর যুগে এক ব্যক্তি কাদিয়ান আসে, সে বলল, যদি মির্যা সাহেবকে ইব্রাহীম, নূহ, মুসা, ঈসা এবং মোহাম্মদ(সাঃ) আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে তো আমাকেও খোদাতাআলা সর্বসময় বলেন যে তুমি মোহাম্মদ। লোকেরা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলে সে বলল, খোদাতাআলার কণ্ঠধ্বনি আমি শুনতে পাই তিনি স্বয়ং আমাকে বলেন যে তুমি মোহাম্মদ। তোমার যুক্তিপ্রমাণ আমার উপর কি প্রভাব ফেলবে, কোন প্রভাব ফেলবে না। যখন সবাই তাকে বোঝাতে বোঝাতে হার মানালেন তখন তারা অনুভব করলেন যে তাকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর নিকট উপস্থিত করাই উত্তম হবে। যা হোক তাকে হুযুর (আঃ)এর নিকট উপস্থিত করা হোল তখন সে বলে উঠল,- খোদাতাআলা আমাকে সর্বসময় বলে থাকেন যে তুমি মোহাম্মদ। তিনি (আঃ) বলেন, যখন খোদাতাআলা আমাকে বলেন, তুমি ঈসা তখন ঈসা (আঃ)এর বৈশিষ্ট্য আমাকে দান করেন, আবার যখন তিনি বলেন, তুমি মুসা তখন তিনি মুসা (আঃ) এর নিদর্শনাবলী আমাকে দান করেন, এভাবে আপনাকে যদি আল্লাহতাআলা সর্ব সময় বলে থাকেন যে তুমি মোহাম্মদ (সাঃ), তবে এও দেখ যে তিনি কোরআন করীমের উপর নেতৃত্ব, সৌন্দর্য ও অধিকারসমূহ দান করেছেন কি না? সে বলল, কিছুই দেন না, তখন তিনি বললেন, দেখো সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে এটাই তফাৎ। যদি কোন ব্যক্তি সত্য সত্য কাউকে অতিথি মনে করে তবে সে তাকে ভোজন করাবে কিন্তু যদি কেউ কারুর সহিত কৌতুক করতে চায় তবে সে তাকে এমনিই ডেকে তার সামনে খাবার ফাঁকা বাসন রেখে বলবে যে, এটা পোলাও, এটা জর্দা। খোদাতাআলা কৌতুক বা ছলনা করেন না, শয়তান করে থাকে। যদি আপনাকে মোহাম্মদ বলা হয় এবং কোরআন করীমের নেতৃত্ব, সৌন্দর্য ও অধিকারসমূহ দান না করেন তাহলে এরূপ বক্তা খোদা নয় শয়তান হয়। সুতরাং সেই সকল ব্যক্তিবর্গ যারা কিছু স্বপ্নের কারণে ভ্রান্তিতে পড়ে যান এবং বড় বড় দাবী করে থাকেন তা প্রকৃতপক্ষে শয়তানের অধীনে হয়ে থাকে। খোদাতাআলা যখন কাউকে কিছু দান করেন, তো তার ঔজ্জ্বল্যও প্রকাশ করেন। নিজ সমর্থনের প্রকাশও তিনি করে থাকেন। চিহ্নাবলীও প্রকাশ পেতে থাকে। আল্লাহাতআলার ব্যবহারিক সাক্ষ্য তার অনুকূলে কাজ করতে থাকে। আর এটিই আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সাথে হতে দেখেছি এবং এটিই আপনার ভবিষ্যদ্বাণী দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হোল আর তা হোল হযরত মুসলেহ মাওউদএর ভব্যিদ্বাণী যা হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)এর পক্ষে পূর্ণ হতে দেখলাম। এটিই খেলাফত আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার ব্যবহারিক সাক্ষ্য তাকে আমরা পূর্ণ হতে দেখলাম। আল্লাহতাআলা প্রত্যেক আহমদীর আনুগত্য ও বিশ্বাসে উন্নতি দান করুন আর তারা এ বিষয়টিকে অবলোকনকারী স্বাব্যস্ত হোন। আমীন

খুতবা জুমআর শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মোকাররমা সাহেবজাদী আমাতুল বারী সাহেবার জানাজা গায়েবের ঘোষণা দেন যিনি গত ৩১শে আগষ্ট, ২০১৫, ৮৭ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মোকাররমা আমাতুল বারী বেগম সাহেবা মসীহ মাওউদ (আঃ) এর পৌত্রি ও হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের কন্যা ছিলেন এবং নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের দৌহিত্রী ছিলেন এছাড়া সৈয়েদা আমাতুল হাফিজ বেগম সাহেবা ও নওয়াব আব্দুল্লাহ খান সাহেবার পুত্রবধু ছিলেন। তাঁর স্বামী প্রয়াত মোকাররম আব্বাস আহমদ খান সাহেব ছিলেন এবং আমার ফুফুও ছিলেন তিনি। ১৭ই অক্টোবর ১৯২৮ সনে কাদিয়ানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ্তাআলা তাঁর সাথে ক্ষমার আচরণ করুন ও পদমর্যাদায় উন্নীত করুন। আমীন।

অনুবাদকঃ বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে